অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্প এবং কর্মসূচী সমূহ

সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (ডিএএম অংগ)
মেয়াদকাল ০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫। প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা, ফরিদপুর, নরসিংদী, কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, রংপুর, পাবনা, ঈশ্বরদী, খুলনা, ঝিনাইদহ, সিলেট ও বরিশালসহ মোট ১২টি জেলার প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস ও গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টিসহ পুষ্টি নিশ্চিতকরণের কাজ চলছে। এ ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ১৩০০০ প্রান্তিক কৃষকের সমন্বয়ে ৬৫০টি স্বপ্রনোদিত বিপনন দল গঠন এবং নরসিংদী, কুমিল্লা, খুলনা ও রংপুরে ৪টি অফিস কাম প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএএম অংগ)
মেয়াদকাল ০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৭-২০১৬। প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর, চুয়াডাংগা, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার ১৯টি উপজেলায় কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাজার সংযোগ স্থাপনসহ বিপণন ব্যয় হ্রাস ও শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ৭২০০ বর্গফুট আয়তনের ৮টি এসেম্বল সেন্টার ও ১টি অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএএম অংগ)
মেয়াদকাল ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৭-২০১৭। প্রকল্পের অধীনে পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলার কৃষকদের পণ্যের নায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য প্রকল্প এলাকায় ২১০টি কৃষক মার্কেটিং গ্রুপ গঠনসহ শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি (২৭০০ জন), উদ্যোক্তা উন্নয়ন (১৮৫০ জন), বাজার ব্যবস্থাপনা (১৫০০ জন) ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ৭২০০ বর্গফুট বিশিষ্ট মোট ৬টি এসেম্বল সেন্টার স্থাপন ও এলজিইডি এর পুরাতন ৩টি গোডাউন সংস্কার করে শস্য গুদাম ঋণ মডেল সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ফার্মারর্স মার্কেটিং গ্রুপ (এফএমজি) শক্তিশালী করণের মাধ্যমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নির্মিত মার্কেটসমূহে বিপণনসেবা জোরদারকরণ কর্মসূচী
মেয়াদকাল ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫। কর্মসুচীর আওতায় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলায় সমাপ্ত এনসি-ডপি প্রকল্পের অধীনে নির্মিত বাজারসমূহ সুষ্ঠুভাবে চালুকরণ ও কৃষি পন্য বিপণনে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি অশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩০০টি এফএমজি গঠন/পুর্নগঠন, বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৪২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৫০টি ভ্যান, ৭৫টি ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র, ৫০০টি প্লাষ্টিক ক্যারেট ও ১৫টি ত্রিপল বিতরন এবং গুরুত্বপূর্ন বাজারে ৭৫টি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অধিদপ্তরের ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা

কৃষকদের সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং পণ্য পরিবহনে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে প্রতি জেলায় এসেম্বল সেন্টার (বহুমুখী সুবিধা সম্বলিত কোল্ড ষ্টোরেজ/কুল চেম্বার সুবিধাসহ) নির্মাণ এবং কুল চেইন সুবিধাসহ পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করা।

কৃষিপণ্যের ক্লাষ্টার চিহ্নিত সংশ্লিষ্ট কৃষক/উৎপাদকগণের সাথে উচ্চমূল্যের বাজার ও রপ্তানীকারকগণের সাথে বাজার সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ভ্যালু চেইন ও সাপাই চেইন উন্নয়নে কার্যকরী সহায়তা সেবা প্রদান।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও কৃষকদের দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক/উৎপাদকগণের সমন্বয়ে দল/সমিতি গঠন, দল ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

কৃষক/উৎপাদকগণের নিকট বাজার তথ্যের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করার নিমিত্তে বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বাজারে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা।

মোবাইল ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার বিশেষ করে পুশ পুল সিস্টেম চালু করার পদক্ষেপ গ্রহন করা।

কৃষিপণ্যের কর্তোনোত্তর ক্ষতি হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির নিমিত্তে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরন সুবিধা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান, পণ্যের ব্র্যন্ডিং, মোড়কীকরণ, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

বিদ্যমান শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ করা।

কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ঋণ সহায়তা প্রদান এবং কারিগরী ও বিপণন সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ।

অভ্যন্তরিন ও আন্তর্জাতিক বাজারে সহজ প্রবেশাধিকারের লক্ষ্যে কৃষি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা সম্বলিত সার্টিফিকেট প্রদান, ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থা উন্নয়নসহ ফাইটোসেনেটারি, গ্যাপ, হ্যাচাপ ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উৎপাদকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন করা।

কৃষিপণ্যের রপ্তানী সহায়তাকরণে প্রয়োজনীয় কারগিরী সহায়তা ও অবকাঠামো স্থাপন করা।

বিভিন্ন বিপণন সহায়তা সেবা (যেমন-দামের পূর্বাভাস প্রদান, বাজার চাহিদা যোগান নিরূপন, ইত্যাদি) প্রদানে অধিদপ্তরের কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অন লাইনে কৃষিপণ্য বিপননের জন্য ই-কৃষি বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহন করা।

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
ফোনঃ +৮৮ ০২ ৯১১৪৩১০
ফ্যাক্সঃ + ৮৮ ০২ ৯১৩৯৩৮৫
web: www.dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

১৯২৮ সনে বৃটিশ ভারতে রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার এর সুপারিশ ক্রমে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয় এবং পরবর্তিতে ১৯৪৩ সনে অভিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয়। ১৯৮৩ সনে এটিকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়।

ভিশন

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

মিশন

কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পূর্বক অত্যাবশ্যকীয় কৃষি পণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ ও এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার করা।

বাজার অবকাঠামো জোরদারকরণ এবং কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের গুনগতমান পরিবীক্ষন, মান নির্ধারন ও বিপণন সেবা প্রদানে সহায়তা করা।

কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দান।

কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের মূল্যসংযোজন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সকল কৃষিপণ্যের কৃষকপ্রাপ্ত, পাইকারী ও খুচরা বাজারদর, সরবরাহ, চলাচল ও মজুদের তথ্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা এবং বুলেটিনের মাধ্যমে তা বেতার ও দৈনিক পত্রিকায় কৃষক, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রচার করা।

কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে তা স্থিতিশীল করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।

ব্যবসায়ী এবং পরিবহণ সংস্থার সহযোগিতায় কৃষিপণ্য বিশেষ করে পঁচনশীল কৃষি পণ্য উদ্বৃত্ত এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় প্রেরনের জন্য সংগঠিত করা।

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য নতুন/নিবিড় উৎপাদন এলাকায় পরিবহন এবং বিক্রয়ের জন্য সংগঠিত করা।

১৯৬৪ সালের (১৯৮৫ সংশোধিত) কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রন আইনের যথাযথ প্রয়োগ।

কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য বিপণন ব্যয়, ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে বিপণন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিপণন ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা;

দেশের গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজারসমূহের পর্যাপ্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মান করা।

চামড়া রপ্তানীর মাধ্যমে পর্যাপ্ত/কাঙ্খিত বৈদেশিক আয়ের জন্য চামড়া ছাড়ানো, শোধন এবং সংরক্ষনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

কৃষিপণ্যের উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ, ফসল সংগ্রহ এবং প্রধান ফসলের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য (সাপোর্ট প্রাইস), আমদানী ও রপ্তানী নীতি নির্ধারণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।

কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর পরিবীক্ষণ করা এবং আমদানী ও রপ্তানী নীতি প্রণয়নে ও পরিমার্জনে সহায়তা করা ।

বিগত ৫ বছরের অর্জন

লাইসেন্স খাতে সরকারী কোষাগারে প্রায় ৪৩১ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছে।

শস্য গুদাম কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪০,৪২৭ জন কৃষকের ৪,৪২,৫২০ কুইন্টাল শস্য জমার বিপরীতে মোট ৭৮৬৪.৯৪ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান। ঋণ পরিশোধের হার ৯৮.৪০%।

বানিজ্যক ভিত্তিতে বসত বাড়ীতে আলুর সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে অবহিতকরনের জন্য ১০,০০০ পোষ্টার বিতরণ এবং প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে ০২টি স্বল্প খরচে গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মানে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্ব, প্রকল্প এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষি পণ্যের বিপণন বিষয়ে সর্বমোট ৩৪,৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচীর সহায়তায় ৩৩,৪৩২ জন কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা, ৭৪০টি এফএমজি ও ৯৫০টি কৃষক দল গঠন।

কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় ২৫৮.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষকদের উৎপাদিত পন্য সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোট ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স বাজার ও ঢাকার গাবতলীতে ০১টি সেন্ট্রাল বাজার তৈরী করা হয়েছে।

কৃষি পণ্যের মূল্যসংযোজন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৩টি অফিস কাম প্রক্রিয়াজাতকরণ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

কৃষি পণ্যের পরিবহণ ও সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের জন্য ০১টি ট্রাক, ১১টি কুল চেম্বার, ০৭টি কুল ভ্যান পরিচালনাসহ ১১৫টি সাধারণ ভ্যান ও ৫০০টি প্লাষ্টিক ক্যারেট এফএমজিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

গড়ে ৫০টি কৃষি পণ্যের গ্রোয়ার্স প্রাইস, ৬০-৮০টি কৃষি পণ্যের পাইকারী বাজার দর এবং ৪০-৬০টি কৃষি পণ্যের খুচরা বাজার দর বিষয়ক তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে দৈনিক প্রচার করা হচ্ছে।

২০০৫ সনে উদ্বোধন করার পর থেকে এ যাবৎ ৬৫,৭৮,৮৭৬ জন ওয়েব সাইটটি ব্যবহার করছেন।